সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মাকতাবাতুল ফুরকান

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

Men Around The Messenger ﷺ—এর অনুবাদ

রাসূলের ﷺ সাহচর্যে

আলোকিত সাহাবীদের জীবনী

খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ

অনুবাদ

মুহাম্মাদ আদম আলী

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আদনান

শিক্ষক, মদীনাতুল উলূম, খিলক্ষেত, ঢাকা

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS

ঢাকা, বাংলাদেশ

রাসূলের ﷺ সাহচর্যে আলোকিত সাহাবীদের জীবনী

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২২ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৩ / ফেব্রুয়ারী ২০২২
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : নুমান আহমাদ খান
ISBN : 978-984-95997-1-5
মূল্য : ৳ ৬০০ (ছয় শত টাকা) USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সাহাবী—শব্দটিই একটি অনুপ্রেরণা, সাহস ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ, সুদৃঢ় ঈমানের পথে চলার পাথেয় এবং অবিশ্বাস্য হাতিয়ার। তারপর এক এক করে প্রত্যেক সাহাবীর জীবন যেন এক বিস্ময়ের ভাণ্ডার—তাকওয়া ও পরহেজগারির অগণিত কুড়ানো মানিক সন্তর্পণে আপনার ললাট চুম্বন করছে। দুনিয়ার এই জীবন-সংগ্রাম, ক্ষণস্থায়িত্ব ও ভঙ্গুরতা, ক্ষমতা ও শাসন, সম্পদ ও নিঃস্বতা, ভালোবাসা-আবেগ, ইবাদত-বন্দেগী এবং কষ্ট ও দুর্ভোগ—সবকিছুই তাদের জীবনে মূর্ত হয়ে আছে শিক্ষণীয় আদর্শ হিসেবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে গড়া এসব মানুষ সবদিক থেকেই অতুলনীয়—শৌর্যে-বীর্যে, অনুসরণ-অনুকরণে এবং মুজাহাদা-আত্মত্যাগে। যুগে যুগে যারা বরেণ্য মানুষে পরিণত হয়েছেন, তারা সাহাবীদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। আল্লাহকে কীভাবে ভালোবাসতে হবে, তা যেমন রাসূল শিখিয়েছেন; তেমনি রাসূলকে কীভাবে ভালোবাসতে হবে, সাহাবায়ে কেরাম তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি আসল সফলতা অর্জন করতে চাই, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের অনুসরণ-অনুকরণ ব্যতীত ভিন্ন কোনো পথ নেই। আর এজন্য সাহাবীদের জীবনী জানা আবশ্যক। এ বোধ থেকেই গ্রন্থটি ছাপানোর তাগিদ অনুভব করেছি।

খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, সীরাত-গবেষক ও লেখক। তার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি, সাহিত্য ও পরিমিতিবোধ এবং তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণযোগ্যতা বিস্ময়কর। সঙ্গতকারণেই তার গ্রন্থ অনুবাদ করা কঠিন। তিনি ষাটজন বিশিষ্ট সাহাবীদের জীবনী *রিযালুন হাওলার রাসূল* গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত করেছেন। এটি আরবি ভাষায় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*রাসূলের ﷺ সাহচর্যে আলোকিত সাহাবীদের জীবনী*—ইংরেজি

থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এতে *দারুল মানারাহ*, মিসর থেকে প্রকাশিত *Men Around the Messenger* গ্রন্থটি অনুসরণ করা হয়েছে। ইংরেজি-অনুবাদক শায়েখ মুহাম্মাদ মুস্তফা (আল-আযহার প্রশাসনে কর্মরত) হুবহু আরবি কিতাবকেই অনুসরণ করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য কোনো অংশ বাদ দেননি—কেবল কিছু কবিতা ছাড়া; সেগুলো এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে মূল লেখক অনেক কঠিন সত্যকে অবলীলায় বর্ণনা করেছেন—যা সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য নয়, ইংরেজি অনুবাদকও সেসব বহাল রেখেছেন। এক্ষেত্রে আমরা এসব সত্যকে সহজ ও পরিমার্জিত শব্দে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে আমার বড় ছেলে মাওলানা আব্দুল্লাহ মুআয। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

উল্লেখ্য, পাঠকের পাঠ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে আমরা পুরো গ্রন্থটিকে দুই খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি প্রথম খণ্ড এবং এতে ত্রিশজন মহান সাহাবীর জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, গ্রন্থটি বাংলাভাষীদের জন্য সাহাবীদের জীবনী জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে এক অবিসংবাদিত উৎস হয়ে উঠবে।

গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। এই গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও অনুবাদক
মাকতাবাতুল ফুরকান
উত্তরা, ঢাকা

০১ ফেব্রুয়ারী ২০২২

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
যে আলোর অনুসরণে ধন্য তারা ১২
১। মুসআব ইবনে উমাইর রা. ৩৩
২। সালমান ফারসী রা. ৪৭
৩। আবু যর গিফারী রা. ৬৫
৪। বিলাল ইবনে রবাহ রা. ৯১
৫। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ১০৮
৬। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. ১২৫
৭। সুহাইব ইবনে সিনান রা. ১৪৪
৮। মুআয ইবনে জাবাল রা. ১৫১
৯। মিকদাদ ইবনে আমর রা. ১৫৯
১০। সাঈদ ইবনে আমের রা. ১৬৬
১১। হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ১৭৫
১২। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ১৯৪
১৩। হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. ২০৬
১৪। আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. ২১৭
১৫। উবাদা ইবনে সামিত রা. ২৩৮
১৬। খাব্বাব ইবনুল আরাত রা. ২৪৩
১৭। আবু উবাইদা ইবনুল জাররা রা. ৫১
১৮। উসমান ইবনে মাজউন রা. ২৫৯
১৯। যায়েদ ইবনে হারেসা রা. ২৬৮
২০। জাফর ইবনে আবি তালিব রা. ২৭৮
২১। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. ২৯০
২২। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ২৯৬

২৩। কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদা রা. ৩২৬
২৪। উমাইর ইবনে ওহাব রা. ৩৩৩
২৫। আবু দারদা রা. ৩৪৩
২৬। যায়েদ ইবনুল খাত্তাব রা. ৩৫৬
২৭। তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ রা. ৩৬৩
২৮। যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. ৩৭৫
২৯। খুবাইব ইবনে আদী রা. ৩৮৩
৩০। উমাইর ইবনে সাদ রা. ৩৯২

ভূমিকা

ইসলামের সূচনালগ্নে ঈমান ও বিশ্বাসে অগ্রগামী সাহাবীদের জীবনাল্লেখ্য নিয়ে কোনো কল্পকথা কিংবা মিথ্যা প্রপাগান্ডা ইতিহাসে টিকে থাকতে পারেনি। মূলত মানব সভ্যতায় ইসলামী ইতিহাস ও ব্যক্তিদের সমুন্নত ঘটনাবলীর এমন প্রামাণিক বৃত্তান্ত, সততা ও নিগূঢ় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ইসলামের এই ঐতিহ্যকে অধ্যয়ন ও তা থেকে শিক্ষাগ্রহণে অসাধারণ চেষ্টা-পরিশ্রম করা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামও এসব বিবরণের সামান্য কিংবা ক্ষুদ্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও জটিল পরীক্ষা ও গবেষণা ব্যতিরেকে গ্রহণ করেননি।

***

এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী সাহাবায়ে কেরামের যে দৃষ্টিনন্দন মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে, তা কাল্পনিক কিছু নয়; যদিও তা অলৌকিক প্রকৃতির জন্য কাল্পনিক মনে হয়! মূলত সাহাবীদের ব্যক্তিত্ব ও জীবন এমনই আশ্চর্যজনক ছিল। তারা সমুন্নত ও মহান মর্যাদায় অতি উচ্চে আরোহন করেছিলেন—এটি লেখক কিংবা বর্ণনাকারীর কোনো কারিশমা নয়, বরং তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আত্মশুদ্ধির চরম পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পরম আকাঙ্ক্ষা ও নিরলস পরিশ্রমের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে।

গ্রন্থটি কিছুতেই তাদের এই অসাধারণ ও উচ্চমার্গের সচ্চরিত্রকে পাঠকদের নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপনের দাবি করে না; বরং এখানে সাদাসিধেভাবে তাদের চিরায়ত জীবনীকেই তুলে ধরা হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবীদের মতো মানুষ এ পৃথিবীতে কখনো জন্ম নেয়নি—যারা একটি ন্যায়-পরায়ন ও সমুচ্চ ইসলামী আদর্শকে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছিলেন এবং এজন্য আত্মোৎসর্গ, অসাধারণ উদ্যম ও নির্ভয়ে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

তারা নির্দিষ্ট সময়েই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের মূল্যবান আত্মিক গুণাবলীকে যখন জাগিয়ে তোলার সময় হলো, তখন তারা পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটে গিয়েছেন। মানবতার দুঃসময়ে যখন মানবাত্মার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল, তখন তারা এগিয়ে এসে রাসূলের পাশে দাঁড়িয়েছেন—মুক্তিকামী ও সংস্কারবাদী হিসেবে। মানব সভ্যতাকে যখন নতুন ও সঠিক দিশা দেওয়ার প্রয়োজন হলো, তখন তারা সাগ্রহে অগ্রগামী ও আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হলেন।

***

এসব মহান সাহাবীরা এত অল্প সময়ে এত বিশাল ব্যক্তিত্ব ও সৌভাগ্যের অধিকারী কেমন করে হলেন? কেমন করে তারা জাহেলী যুগের সকল রাজত্ব ও রাজাদের নিশ্চিহ্ন করে বিজয় অর্জন করলেন? কেমন করে তারা অপূর্ব দক্ষতায় আল্লাহর কুরআনের আইনের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নতুন এক আলোকিত ও গৌরবান্বিত রাজত্ব কায়েম করলেন? তদুপরি বিদ্যুৎ-গতিতে তারা কেমন করে তাওহীদের আলোয় মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে তুললেন এবং জাহেলী যুগের সব কুসংস্কারকে দূরিভূত করলেন? এটিই ছিল তাদের আসল অলৌকিকত্ব!

অধিকন্তু, তাদের আসল অলৌকিকত্ব অসাধারণ মানসিক শক্তি সঞ্চারিত করেছে যা তাদের এমন এক চরিত্র ও সুদৃঢ় ঈমানে অধিষ্ঠিত করেছে যার কোনো তুলনা নেই।

যা-হোক, তাদের এই অলৌকিকত্ব মূলত সবচেয়ে বড় ও মহান অলৌকিক ঘটনারই বহিঃপ্রকাশ যা পুরো পৃথিবীকেই আলোকিত করে তুলেছিল। এটি সেই দিন যেদিন আল্লাহ তার মহান কুরআন নাযিল করেন, তার মহান রাসূলকে তা প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং সফলতার দিকে ইসলামের পথচলা শুরু হয়।

***

এই গ্রন্থে, যা ইতোপূর্বে পাঁচটি আলাদা খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখন এক খণ্ডে এর নতুন সংস্করণ বের হয়েছে, আমরা ষাট জন সাহাবীর

জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছি। গ্রন্থটির শেষাংষে যেমন বলা হয়েছে, এই ষাটজন তাদের আরও হাজার হাজার ভাইদের জীনাল্লেখ্যকেই প্রতিনিধিত্ব করে যারা রাসূলের সহযোগী ছিলেন, তার ওপর ঈমান এনেছিলেন এবং তাকে সাহায্য করেছিলেন। আমরা তাদের জীবনীতে সকল সাহাবীর প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাই। আমরা তাদের ঈমান, তাদের দৃঢ়তা, বীরত্ব এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। আমরা আরও দেখি, তারা কী পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা করেছেন, কী পরিমাণ কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং কী পরিমাণ বিজয় অর্জন করেছিলেন। জাহেলী যুগের পথহারা মানুষদের সকল কুসংস্কার দূর করতে তাদের অসাধারণ ভূমিকাও এতে মূর্ত হয়ে ওঠে।

যা-হোক, এই ষাটজনের মধ্যে পাঠকগণ ওই চারজন বিশিষ্ট সাহাবীকে খুঁজে পাবেন না যারা রাসূলের ইন্তেকালের পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন : আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুম। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক গ্রন্থ রচনা করার তাওফীক দিয়েছেন। এই চারটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে : *Then Came Abu Bakr ﷺ, Between the Hands of Umar ﷺ, Farewell, Uthmaan ﷺ* and *In the Presence of Aliy ﷺ*।

***

চলুন, আমরা সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও পুলকিত হৃদয়ে ওইসব মহান সাহাবীদের জীবনের আলোচনায় মগ্ন হই যারা মানবতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, সবচেয়ে সৌভাগ্যশীল এবং সম্মানিত। চলুন দেখি, তাদের জীর্ণ বস্ত্রের নিচে লুকায়িত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত মহত্ত্ব ও প্রজ্ঞা—যা পুরো বিশ্বাবাসীই জানে। চলুন, আমরা সততার এমন এক সেনাবাহিনীর সাক্ষাৎলাভ করি যারা জাহেলিয়াতকে সত্যনিষ্ঠ ধার্মিকতা দিয়ে ধ্বংস করেছে, সত্যের নতুন পতাকা দিয়ে দিগন্ত ঢেকে দিয়েছে। এটিই ছিল তাওহীদের ঝাণ্ডা এবং মানব-মুক্তির সোপান।

খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ

১

মুসআব ইবনে উমাইর রা.

ইসলামের প্রথম দূত

এই মহান মানুষটি ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী। কতই না চমৎকার—আমরা তাকে দিয়েই আলোচনা শুরু করছি। তিনি ছিলেন কুরাইশ যুবকদের সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রতীক। ঐতিহাসিক ও বর্ণনাকারীগণ তাকে 'মক্কার সবচেয়ে কমনীয় যুবক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বিত্ত-বৈভবে তার জন্ম এবং পরিচর্যা। বিলাসিতার মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। সম্ভবত মক্কার কোনো সন্তানই মুসআব ইবনে উমাইর-এর মতো পিতামাতার এত বেশি আদর-সোহাগে বেড়ে ওঠেনি। এই প্রাণবন্ত যুবক, সৌখিনতা আর বিলাসিতায় ডুবে থাকা আদরের দুলাল, মক্কার সুন্দরী রমণীদের আলোচ্য বিষয়, মক্কা নগরীর বিভিন্ন মজলিস ও সভার মধ্যমণি—একদিন তিনিই হয়ে উঠবেন ঈমান ও আত্মত্যাগের এক জীবন্ত উপাখ্যান, এটিও কি সম্ভব?

আল্লাহর কসম, কতই না চমৎকার এই গল্প! মুসআব ইবনে উমাইর-এর গল্প, কিংবা 'মুসআব আল খায়ের'-এর—যে নামে তিনি মুসলিমদের নিকট পরিচিত ছিলেন। যারা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য ইতিহাস হয়ে উঠেছেন এবং স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন, তিনি তাদেরই একজন। ।

কিন্তু কে তিনি? তার জীবন-কাহিনী সকল মানবজাতির গর্ব। মক্কার লোকজন সত্যবাদী মুহাম্মাদ সম্পর্কে যা কিছু শুনতে শুরু করেছে, মুসআবের কানেও তা এলো—আল্লাহ তাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন যেন তিনি মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেন। যখন মক্কা নগরী ঘুমিয়ে পড়ে এবং জেগে ওঠে—এর মধ্যে মুহাম্মাদ ও তার ধর্ম ছাড়া ভিন্ন কোনো আলোচনা নেই। এই আদুরে যুবকটি একাগ্রচিত্তে এসব কথা শুনতেন।

বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সকল সভা ও মজলিসের প্রধান আকর্ষণ। সবাই তার উপস্থিতি কামনা করত। বাহ্যিক অবয়বে বিনয় ও বিচক্ষণতার দ্যুতি ছিল তার স্বভাবজাত যা দিয়ে অনায়াসেই তিনি মানুষের অন্তরের বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতেন।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন, নবীজী ও তার প্রতি ঈমান আনা সাহাবীগণ কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য দূরে কোথাও সমবেত হন। আর তা ছিল সাফা পর্বতের পাদদেশে আরকাম ইবনে আবিল আরকাম-এর বাড়িতে। তিনি আর সময় নষ্ট করেননি। এক সন্ধ্যায় নিজেই দারুল আরকামের পথ ধরলেন—প্রবল আগ্রহে, উদ্দীপনায়।

সেখানে নবীজী তার সাহাবীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তাদের কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন এবং তাদের নিয়ে সালাতে নিমগ্ন হতেন। মুসআব সেখানে গিয়ে কেবল বসেছেন। আর তখনই নবীজীর পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় থেকে উচ্চারিত কুরআনের আয়াতগুলো তার কানে ভেসে আসে এবং হৃদয়ে ঝড় তুলতে শুরু করে। ওই সন্ধ্যায় তার হৃদয়ও প্রতিশ্রুত সুসংবাদপ্রাপ্ত-হৃদয় হয়ে ওঠে।

মুসআব নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলেন না; মনে হলো, এখনই আনন্দে আকাশে উড়াল দেবেন! ঠিক তখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বরকতময় ডান হাত মুসআবের বুকের উপর রাখলেন। আর মুহূর্তেই মহাসাগরের গভীরতায় মুসআবের হৃদয় প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল! চোখের পলকে সদ্য ঈমান আনা যুবকটিকে এখন তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বিজ্ঞ এবং ইতিহাসের ধারা পাল্টে দিতে দৃঢ় প্রত্যয়ী মনে হচ্ছে।

***

মুসআব-এর মা ছিলেন খুনাস বিনতে মালিক। তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের কারণে লোকজন তাকে যমের মতো ভয় করত। ইসলাম গ্রহণের পর মা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কাউকেই ভয় পেতেন না মুসআব। এমনকি যদি মক্কা তার সকল দেব-দেবি, নেতা-নেত্রী এবং মরুভূমির প্রতিটি বালুকণাসহ তার প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে, তবু তিনি হয়তো এদের সহজেই

প্রতিহত করতে পারবেন। কিন্তু মায়ের বিরুদ্ধাচরণ—এটাই এমন এক ভয়াবহ বিষয় যা মোকাবেলার শক্তি তার নেই।

তিনি দ্রুত চিন্তা করলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন, তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি মায়ের কাছে গোপন রাখবেন—যতদিন আল্লাহ তা প্রকাশ না করেন। এর মধ্যে তিনি দারুল আরকামে যাওয়া অব্যাহত রাখেন এবং রাসূলের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি এখন পরিতৃপ্ত—রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে পেরে এবং মায়ের গোস্বাকে এড়াতে পেরেছেন ভেবে। তার মা এখনো তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কোনো খবর পাননি।

কিন্তু তখন মক্কার কোনো কিছুই গোপন থাকত না। কুরাইশদের গোয়েন্দা বাহিনী প্রতিটা অলিগলিতে এবং উত্তপ্ত ঘাতক বালুরাশির প্রতিটি পদচিহ্নে দৃষ্টি রাখত।

একদিন উসমান ইবনে তালহা তাকে আরকামের গৃহে প্রবেশ করার সময় দেখে ফেলে। আরেকদিন সে তাকে মুহাম্মাদের নামাযের ন্যায় নামায পড়তেও দেখে। মুহূর্তেই এ খবর মরুর ঝড়ো বাতাসের বেগে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। উসমান ইবনে তালহা দৌড়ে গিয়ে মুসআবের মায়ের নিকট এ খবর পৌঁছে দিল। তার মা এ সংবাদ শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন।

মুসআব তার মা ও পরিবারের কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। মক্কার নেতারা চারপাশে জড়ো হলো। তিনি সকলের সম্মুখে ঈমানী দৃঢ়তা নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন যার দ্বারা রাসূল তাদের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করেন এবং আত্মসম্মানবোধ, হেকমত, ন্যায়বিচার ও তাকওয়ায় উদ্ভাসিত করেন।

তার মা শক্ত এক চড় দিয়ে তাকে থামিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু তীরের গতিতে যে হাত উপরে উঠেছিল, তা আর দৃঢ় থাকতে পারেনি। মুসআবের চেহারায় উদ্ভাসিত নূরের আলোকচ্ছটায় সেই হাত দুর্বল হতে বাধ্য হলো। কারণ মুসআবের দীপ্তিময় চেহারার সৌন্দর্য ও দৃঢ়তাকে সম্মান না জানিয়ে উপায় ছিল না। যা-হোক, তার মা তাকে মাতৃত্বের

মায়া-মমতার কারণে প্রহার ও কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত হলেন—যদিও দেবতাদের পরিত্যাগ করায় মুসআবের বিরুদ্ধে যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা তার রয়েছে। তিনি তাকে ঘরের একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। তাকে চেইন দিয়ে খুব শক্ত ভাবে বেঁধে সেখানে বন্দী করে রাখলেন। এভাবে মুসআব নিজ গৃহেই বন্দী হয়ে গেলেন।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন, কিছু মুসলিম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন। তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন। তার মা ও পাহারাদাররা একটু অসতর্ক হতেই তাদের ফাঁকি দিয়ে তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে হাবশা-অভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন।

***

তারপর তিনি তার মুহাজির ভাইদের সঙ্গে হাবশায় বসবাস করেন এবং তাদের সঙ্গে আবার মক্কায় ফিরেও আসেন। তখন রাসূল কিছু সাহাবীদের আবার আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বলেন এবং তারা তা পালন করেন। তাদের সঙ্গে মুসআবও দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তবে মুসআব হাবশা কিংবা মক্কা—যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, তাতে তার ঈমানী চেতনা ও অভিজ্ঞতা সর্বদা সব জায়গায় একইভাবে মূর্তমান ছিল। নতুন আদর্শে জীবন সাজানোর জন্য তিনি সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন—যে আদর্শের দিশা তিনি লাভ করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকেই। মুসআব বর্তমান জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট। এজন্য যে, তার জীবন মহান পালনকর্তা ও সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের উপযুক্ত হয়েছে।

একদিন তিনি কয়েকজন সাহাবীর নিকট গিয়ে হাজির হলেন যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে উপবিষ্ট ছিল। তার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সাহাবীরা মাথা নিচে নামিয়ে ফেললেন। তাদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। কারণ তারা দেখলেন, মুসআব ছেঁড়া তালিযুক্ত পোশাক পরে আছেন। তারা তাকে এ পোশাকে দেখে অভ্যস্ত ছিলেন না। ইসলামগ্রহণের পূর্বে তার পোশাকের অবস্থা তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। তখন তার পোশাক ছিল দামী সুগন্ধিযুক্ত এবং আড়ম্বরপূর্ণ।